চুয়াডাঙ্গায় বহিষ্কৃত যুবদল নেতাকে কুপিয়ে জখম: ঢাকায় রেফার্ড

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সাবেক সহ-ক্রীড়া সম্পাদক জাহিন শেখকে
(৩৮) এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করেছে দুর্বৃত্তরা।

হামলায় তাঁর বাঁ হাতের কবজি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এ ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের বহিষ্কৃত সহসভাপতি নাজমুল আরেফিন (কিরণ) ও তাঁর অনুসারীরা জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে।

শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় জাহিন শেখকে প্রথমে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে রাতেই তাঁকে ঢাকার জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (পঙ্গু হাসপাতাল) পাঠানো হয়। তিনি চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার হাটকালুগঞ্জের পুলিশ লাইনস এলাকার রজব আলীর ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় একাধিক সূত্র জানায়, শনিবার রাতে দুর্বৃত্তরা মুঠোফোনে ডেকে জাহিন শেখকে হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এলাকায় নিয়ে যায়।

সেখানে পৌঁছানোর পর তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করা হয়। হামলায় তাঁর বাঁ হাতের কবজি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একপর্যায়ে তাঁকে মৃত ভেবে ফেলে রেখে চলে যায় হামলাকারীরা।

পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যান।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক নাজমুস সাকিব জানান, হাসপাতালে আনার আগেই জাহিন শেখের প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছিল। তাঁর বাঁ হাতের কবজি বিচ্ছিন্ন ছিল।

এ ছাড়া বাঁ পা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার

জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

ঢাকায় নেওয়ার পথে অ্যাম্বুলেন্সে থাকা অবস্থায় জাহিন শেখের দেওয়া একটি ভিডিও বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

ভিডিওতে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘আমি জাহিন শেখ। আমি সজ্ঞানে বলছি, আমার যদি কিছু হয়ে যায়, এর জন্যে কিরণ দায়ী। আর শিমরানসহ কয়েকজন ছিল। আমি কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওরা আমার গলায় এলোপাতাড়ি কোপ মারতে যায়। পেটে কোপ মেরেছে। আমার একটা হাত কেটে ওরা ফেলে দেয়। বলে, ‘দেখ, মরেছে কি না?’ তারপর পায়ের শিরা কেটে দেয়। যতক্ষণ ইচ্ছা হয়েছে, ততক্ষণ কুপিয়েছে। ধারালো সোর্ড, দা ও ডাসা দিয়ে কুপিয়েছে।’

এদিকে, শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এ ঘটনায় থানায় কোনো মামলা হয়নি। চুয়াডাঙ্গা সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) হিমেল রানা বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, পূর্বশত্রুতার জেরে এ হামলার ঘটনা ঘটেছে। আহত জাহিন শেখ ভিডিও বক্তব্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেছেন। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে পুলিশ তদন্ত করছে।

চুয়াডাঙ্গায় যুবককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে জখম, প্রাণ বাঁচাতে থানায় আশ্রয়

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকায় নয়ন আল মামুন (৩২) নামের এক যুবককে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করার ঘটনা ঘটেছে। প্রাণ রক্ষার্থে রক্তাক্ত অবস্থায় সদর থানায় আশ্রয় নিলে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

রোববার (২৬ এপ্রিল) রাতে শহরের বিএডিসি মোড়ের পুরাতন স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে। ঘটনার সময় প্রাণ রক্ষার্থে মোটরসাইকেলযোগে সদর থানায় গিয়ে আশ্রয় নেন ওই যুবক। পরে

রক্তাক্ত অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের একটি দল দ্রুত নয়ন আল মামুনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।

আহত নয়ন আল মামুন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ডিঙ্গেদহ বাজারপাড়ার বাসিন্দা মতিয়ার রহমানের ছেলে। তিনি পেশায় একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ঘটনার সময় নয়ন আল মামুনসহ দুজন মোটরসাইকেলযোগে চুয়াডাঙ্গা শহরে আসছিলেন। পথিমধ্যে বিএডিসি সড়কের পুরাতন স্টেডিয়ামের কাছে পৌঁছালে কোনো কারণে অজ্ঞাত কয়েকজন যুবকের সঙ্গে তাদের বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে নয়নকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। প্রাণ বাঁচাতে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় দ্রুত মোটরসাইকেলযোগে সদর থানায় আশ্রয় নেন। পরে পুলিশ তাকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

আহতের বড় ভাই বলেন, হামলাকারীদের পরিচয় এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি এবং ঘটনার প্রকৃত কারণও জানা যায়নি। আমার ভাই তাদের চেনে না বলে জানিয়েছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য আজ রাজশাহী অথবা ঢাকায় নেওয়া হবে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, “নিজেকে রক্ষার্থে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় মোটরসাইকেলযোগে থানায় চলে আসেন। আমরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি। কী কারণে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আমরা হাসপাতালে গিয়ে আহতের সঙ্গে কথা বলেছি। মামলার জন্য বলা হয়েছে। হামলাকারীদের শনাক্ত ও আটকের কাজ শুরু করেছে পুলিশ।”

গাংনীতে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কুপিয়ে জখম করলেন বিএনপি নেতা

মেহেরপুরের গাংনীতে ঘোষণা দিয়ে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে বিএনপির এক নেতার বিরুদ্ধে। এ

ঘটনায় সৃষ্ট সংঘর্ষে উভয় পক্ষের নারীসহ ১৩ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

আজ সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ৮টার দিকে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহতদের মধ্যে সাহারবাটি গ্রামের কড়ইতলা পাড়া এলাকার ইমন আলীর স্ত্রী রিয়া খাতুন (৪০), তরিকুল ইসলামের ছেলে শরিফুল ইসলাম (৪৩), চাঁদ আলী মোল্লার ছেলে রফিকুল ইসলাম (৬০), মুন্তাজ আলী (৫০), নেঙ্গার আলীর ছেলে হামিদুল ইসলাম (৫০), মাঠপাড়া এলাকার আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে মিথুন হোসেন (৩০), সামসদ্দীনের ছেলে আইনাল হক (৫০), আনসারুল ইসলাম (৬৫) ও তার স্ত্রী শাহানারা বেগম (৬০) রয়েছেন। অপরদিকে হামলাকারী বিএনপি নেতা দবির হোসেনের ভাই আব্দুল খালেক ও আব্দুল মালেক আহত হয়েছেন।

বিএনপি নেতা দবির হোসেন জানান, বিগত ১৭ বছর ধরে স্থানীয় ইউপি সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা আব্বাস আলী তাদের পরিবারের ওপর নির্যাতন-জুলুম চালিয়ে আসছিলেন। তারা তাদের গোয়ালের গরু পর্যন্ত নিয়ে গেছে এবং মাঠের ফসল তুলতে দেয়নি। তাই ‘মারের বদলে মার’ নেওয়া হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

এদিকে ইউপি সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা আব্বাস আলী জানান, ৫ তারিখের পর থেকেই দবির উদ্দীন তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে চাঁদা দাবি করে আসছিল। তারা বেশ কয়েকবার চাঁদা দিয়েছেন। আজ আবারও চাঁদা চেয়ে না পেয়ে তার বাবা-মায়ের ওপর হামলা চালানো হয়। বর্তমানে তার বাবা কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, সকালের মারামারির পর সেখানে পুলিশ গিয়েছিল। আবারও সন্ধ্যায় মারামারি হয়েছে এমন খবর পাওয়ার পরপরই সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে এলাকা শান্ত রয়েছে। এ ঘটনায় মামলা দায়ের করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দামুড়হুদায় স্কুল দপ্তরিকে কুপিয়ে জখম, আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার নতিপোতা ইউনিয়নের হেমায়েতপুর গ্রামে হারুন-উর রশিদ (৩৯) নামে এক স্কুল দপ্তরিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল-এ ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে হেমায়েতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে এই ঘটনা ঘটে।

আহত হারুন-উর রশিদ নতিপোতা ইউনিয়নের হেমায়েতপুর গ্রামের ক্লাবপাড়ারর শাহাজান আলীর ছেলে। তিনি হেমায়েতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দপ্তরি হিসেবে কর্মরত।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা আগে দুইজন অপরিচিত ব্যক্তি মোটরসাইকেল নিয়ে বিদ্যালয়ের সামনে ঘোরাঘুরি করছিল। দপ্তরি হারুন-উর রশিদ বিদ্যালয়ের সামনে একটি দোকানে গেলে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে পালিয়ে যায়।

আহত হারুন-উর রশিদ জানান, সকালে বিদ্যালয়ে দায়িত্ব পালন শেষে নাস্তার জন্য বাইরে বের হলে মোটরসাইকেলে করে আসা দুইজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি তার উপর অতর্কিত হামলা চালায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তারা প্রকাশ্যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপাতে থাকে। তার চিৎকারে স্থানীয় লোকজন ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এগিয়ে এলে দুর্বৃত্তরা

দ্রুত মোটরসাইকেলে করে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। হামলার কারণ কিংবা হামলাকারীদের পরিচয় সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না বলে জানান।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা: শাপলা খাতুন জানান, আহতের শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। বিশেষ করে দুই হাত ও পেটে গুরুতর ক্ষত পাওয়া গেছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে পুরুষ সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তি রাখা হয়েছে। বর্তমানে তিনি আশঙ্কামুক্ত। সংবাদ

পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন জানান, ভুক্তভোগীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তবে এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়রা দ্রুত হামলাকারীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন।

ঝিনাইদহে আদিবাসী যুবককে কুপিয়ে জখম

ঝিনাইদহে অতর্কিত ভাবে হামলা করে কুপিয়ে জখম করেছে সুফল বিশ্বাস(৩৫) নামের এক আদিবাসী যুবককে।

সোমবার (১ ডিসেম্বর) বিকেলে উপজেলার হরিপুর গ্রামের হুমোদরপুর বিলে এ ঘটনা ঘটায় দুবৃর্ত্তরা। আহত সুফল বিশ্বাস সদর উপজেলার মাধবপুর গ্রামের বিষ্ণু বিশ্বাসের ছেলে।

সুফলের বাবা বিষ্ণু বিশ্বাস বলেন, গতকাল বিকেলে আমার ছেলে সুফল মাছ ধরতে পার্শ্ববর্তী হুমোদর বিলে যায়। সেসময় হরিপুর গ্রামের আজিবরের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তার ওপর হামলা করে গুরুতর জখম করে। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে।

সদর থানার ওসি সৈয়দ আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর স্ত্রী বাদি হয়ে থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।

আসামিদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে। এদিকে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে জেলা হিন্দু বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য ফন্ট্রের নেতৃবৃন্দ।

দামুড়হুদায় বিএনপি কর্মীকে কুপিয়ে জখম, থানায় মামলা

দামুড়হুদা উপজেলার তারিনীপুর গ্রামে রাতের আঁধারে বিএনপি কর্মী সাজিদুল ইসলাম নামের একজনকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করেছে একদল সন্ত্রাসী। আহত সাজেদুল ইসলাম (৪৫) তারিনীপুর গ্রামের মৃত মোলাম মালিথার ছেলে।

গত মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ১০টার দিকে কাঠালতলা নিউ শেখ ইটভাটার অফিসে এ ঘটনা ঘটে। আহত সাজিদুল ইসলামের ভাতিজা তুতা মিয়া বাদি হয়ে ৩ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ১০/১২ জনের নামে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন।

জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার তারিনীপুর গ্রামের মৃত মোলাম মালিথার ছেলে সাজিদুল ইসলাম বাড়ি যাওয়ার সময় ইট ভাটার নিকট পৌয়াছালে পূর্বে থেকে ওত পেতে থাকা একই গ্রামের রশিদুল ইসলাম (৩৫), আনিছুর রহমান (৩০), আশিক (২৫) সহ অজ্ঞাতনামা ১০-১২ জন মিলে পরিকল্পিতভাবে দেশীয় অস্ত্র হাসুয়া ও লাঠি বাঠাম দিয়ে এলোপাতাড়ি ভাবে কুপাতে ও মারতে থাকে। এ সময় সাজিদুল ইসলাম রক্তাক্ত জখম অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তার কাছে থাকা ২২ হাজার ২ শত টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে তার ডাক চিৎকারে স্থানীয় এলাকাবাসী এসে তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভর্তি করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হামলাকারীরা একসময় আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল। এখন জামায়াতে ইসলামীর নাম ব্যবহার করে এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে। তারা বলেন, এসব সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।

এদিকে ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গেলে, সেখানে সাংবাদিকের ওপর হামলা চালায় হামলাকারী দলের মহিলা সদস্যরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কঠোর অবস্থান না নিলে এমন হামলা আরো বাড়বে। এ ঘটনায় দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি হুমায়ুন কবির সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন মারামারির ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অভিযুক্তদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।